বলিতেন সঙ্গীগণে থেকে বিল কূল।
"উঠাইয়া আন গিয়া কস্তুরীর ফুল।।
আন ভাই ওই ফুল আমি অঙ্গে পরি"।
রাখালেরা এনে দিত কুসুম কস্তুরী।।
সেই কস্তুরীর ফুল পরিত কর্ণেতে।
পদ পরে পদ রেখে দাঁড়া'ত ভঙ্গীতে।।
বলিত রাখালগণে 'ওরে ভাই সব।
একবার কর সবে 'আবা' 'আবা' রব'।।
ঠাকুরে ঘিরিয়া সবে দিত আবাধ্বনি।
গাভী বৎস্য নাচিত মধুর রব শুনি।।
বাঁকা সাজে দাঁড়াতেন কর্ণে ফুল দিয়া।
কটিবেড়ি দিত ফুল গুজিয়া গুজিয়া।।
উভকরি মস্তকেতে বাঁধিতেন চুল।
মাথাবেড়ি গুজে দিত কস্তুরীর ফুল।।
মনোহর বেশ দেখে কাঁদিত রাখাল।
গোবৎস্য নাচিত চক্ষে অবিরত জল।।
কখন কখন ফুল আনিতেন নিজে।
ওইভাবে কস্তুরীর ফুল সাজে সেজে।।
বসিতেন গিয়া প্রভু রাখালের মাঝ।
ঠিক যেন বৃন্দাবনে রাখালের রাজ।।
পরিধান বসন জলেতে ভিজাইয়ে।
রাখালে প্রভুর পদ দিত ধোয়াইয়ে।।
ধোয়াইত পাদপদ্ম বস্ত্র চিপাড়িয়ে।
সেই ভিজা বসনেতে দিত মুছাইয়ে।।
সখ্যভাবে রাখালেরা করত কাকুতি।
'আমরা রাখাল তুই রাখালের পতি।।
জনমে জনমে ভাই সঙ্গেতে রাখিস্।
এইভাবে সাজিয়া মোদের দেখা দিস্।।
এই ফুলে সাজিলে দেখায় কিবা শোভা।
শ্যামল সুন্দর তনু কালো কালো আভা।।
সঙ্গে রেখ হরি হে! গোচারণ বিহারী।
এই খেলা খেলিতে আমরা যেন পারি।।'

প্রভু বলে "গরু রাখি রাখালের সনে।
রাখাল রাজার রূপ পড়ে মোর মনে।।
সেই রাখালিয়া ভাব ক্রমে হয় বৃদ্ধি।
কস্তুরীর ফুলে সাজি রাখালিয়া বুদ্ধি।।
তোমারও যে রাখাল আমি সে রাখাল।
কলিতে কস্তুরী ত্রেতাযুগে নীলোৎপল।।
ত্রেতাযুগে পূজে রাম দেবীর চরণ।
দেবীদহ হ'তে ক'রে এ ফুল চয়ন।।
মর্ত্যে এসে নীলোৎপল' হইল কস্তুরী।
সাধারণ লোকে বলে কচড়ী কচড়ী।।
কালগুণে মহতেরা তেজ লুকাইয়া!
গোপনে থাকেন তাঁরা ঈশ্বর ভাবিয়া।।
তাহাতে কি মহতের মান কমে যায়!
জহুরী জহর পেলে চিনে সেই লয়।।
মাঝে মাঝে শুনে থাকি গীত রামায়ণ।
শ্রীরাম দেবীর পূজা করিল যখন।।
করিলেন দেবী পূজা সংকল্প করিয়া।
শতাধিক অষ্টপদ্ম দিলেন গণিয়া।।
ফুল হেরে প্রসন্না প্রসন্নময়ী দুর্গে।
একপদ্ম হরণ করিল পূজা অগ্রে।।
সবে বলে রাম-প্রতি দেবী প্রতিকূল।
নতুবা বল কে নিল নীলপদ্ম ফুল?
সেই পদ্ম রামচন্দ্র পূরণ করিতে।
উদ্যত হইল নীলপদ্ম-চক্ষু দিতে।।
চক্ষু লক্ষ্য করি কমলাঁখি যুড়ে' বাণ।
বলে এই পদ্মে কর পূজা সমাধান।।
তাহা দেখি মহামায়া হ'য়ে তুষ্টমতি।
বলে ক্ষান্ত হও শান্ত ওহে রঘুপতি।।
নীলপদ্ম দেখি মম প্রফুল্লিত মন।
তাই এক পদ্ম অগ্রে করেছি গ্রহণ।।
না পূজিতে অগ্রে পূজা ল'য়েছি তোমার।
হাতে ধরি হও ক্ষান্ত ওহে রঘুবর।।